19

দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 SEP 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সেশন জট

# এম বি বি এস কোর্স শেষ হচ্ছে ৭ বছরে—

।। আব্দুল্লাহ আল মামুন ।।

সেশন জটের কারণে দেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহে নিয়মিত কোর্স শেষ করতে এখন দেড় থেকে দু বছর সময় বেশী লাগছে। দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের নিয়ন্ত্রণাধীন এই মেডিক্যাল কলেজগুলিতে বর্তমানে ৬–৭টি শিক্ষাবর্ষ অবস্থান করছে। যদিও স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এম বি বি এস কোর্সে ৫টি শিক্ষাবর্ষে একসাথে অধ্যয়নের কথা।

এই অধিক সংখ্যক শিক্ষাবর্ষে ছাত্র–ছাত্রীদের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে কলেজগুলিতে বর্তমানে আবাসিক সমস্যা, শিক্ষা উপকরণ ও ক্লাসরুম সমস্যাসহ বিভিন্ন অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর ফলে ছাত্র–ছাত্রীদের স্বাভাবিক পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে। আবাসিক হলগুলোতে সিট বন্টন নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময় কলেজগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

অপরদিকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত মেডিক্যাল কলেজসমূহে একই সাথে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিয়ম থাকায় এক মেডিক্যালের সমস্যা অন্যদেরও পোহাতে হচ্ছে। যার ফলে

(শেষ পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

## এম বি বি এস কোর্স

(প্রথম পৃঃ পর)

পরীক্ষাগুলোও সময়মত অনুষ্ঠিত হতে না পারায় নতুন করে সেশন জট সৃষ্টি হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশী সেশন জটের শিকার হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি মেডিক্যাল কলেজ। এগুলোতে বর্তমানে ৭টি শিক্ষাবর্ষ অবস্থান করছে। রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজসমূহে অবস্থান করছে ৬টি শিক্ষাবর্ষ।

রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি মেডিক্যাল কলেজেই ৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র–ছাত্রীরা এম বি বি এস পাস করে বর্তমানে ইন্টার্নীশিপ করছেন। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি মেডিক্যাল কলেজের ৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র–ছাত্রীরা এখন ৫ম বর্ষে অধ্যয়ন করছেন। তারা আগামী জানুয়ারী মাসে পরীক্ষা দেবেন বলে জানাগেছে।

৮৫–৮৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র–ছাত্রীরা চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ৫ম বর্ষে অধ্যয়ন করছেন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি মেডিক্যালে ৮৫–৮৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র–ছাত্রীরা এখনও ৪র্থ বর্ষে।

এছাড়া ৮৬–৮৭ এবং পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের ছাত্র–ছাত্রীরা সকল মেডিক্যাল কলেজেই সমানভাবে পিছিয়ে আছেন। সকল মেডিক্যালেই এখন প্রথম পেশাগত পরীক্ষা ৩ বছরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যদিও স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ২ বছরের শেষে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা। সব মেডিক্যালেই এখন দুইটি দ্বিতীয় বর্ষ অবস্থান করছে। একটি হচ্ছে নুতন দ্বিতীয় বর্ষ এবং অপরটি পরীক্ষার্থী।

দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোর সমন্বয়করণ এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একক কোন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা মেডিক্যাল কলেজগুলোর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১ম বর্ষ এম বি বি এস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন বি এম ডি সি। এই পরীক্ষাটি সকল মেডিক্যালেই একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর পরবর্তী সকল পেশাগত পরীক্ষা তিনটি ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় কোর্স সমাপনে বিভিন্নতা দেখা দিচ্ছে। যার ফলে কোন কোন মেডিক্যালের ছাত্ররা কিছুটা আগেই পাস করে ডাক্তার হয়ে যাচ্ছেন এবং চাকুরি ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পাচ্ছেন।